Bismillahir Rahmanir Raheem

দি মেসেজ

ISE
Institute of Social Engineering, Canada
www.isecanada.org

www.themessagecanada.com

The Message

VOLUME 4, ISSUE 2 MAY-JUN, 2010

রমজান মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য এক অশেষ নেয়ামত। এই মাসে আল্লাহ তার বান্দার গুনাহ মাপের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। একটু ভেবে দেখুন, হতে পারে এটিই আপনার জীবনের শেষ রমজান। আসুন রমজানের শুরুতেই আমরা পুরো মাসের পরিকল্পনা করে নেই এবং সেই অনুযায়ী মাসটি অতিবাহিত করি।

১) আপনার ভিতরে যে সকল দোষত্রুটি আছে সেগুলির একটা লিষ্ট তৈরী করে ফেলুন। এবং রমজান মাসে নিজের ঐ সকল দোষত্রুটিগুলো আস্তে আস্তে কমিয়ে নিয়ে আসুন। যেমনঃ অধিক বিলাসিতা এবং প্রাচুর্যতা, মিথ্যা কথা বলা, গীবত করা, চোগলখোরী করা, লোভ করা, অহংকার করা, গর্ব করা, রিয়া করা, হিংসা করা, সূদ দেয়া বা নেয়া, কাউকে ঠকানো, আমানত খেয়ানত করা, কথা দিয়ে কথা না রাখা, মুনাফেকী করা, কাউকে অপবাদ দেয়া, যিনা করা, লটো খেলা বা যে কোন ধরনের জুয়া খেলা, মদ খাওয়া, হারাম জায়গায় যাওয়া, খারাপ লোকদের সাথে চলা-ফেরা করা, অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত কথা বলা, নিজেকে বড় ভাবা, অন্যকে তুচ্ছ মনে করা ইত্যাদি।

২) আপনি আপনার জীবনে যে সকল পাপ করেছেন তা আপনি ভাল করেই জানেন, এবার তার একটা লিষ্ট মনে মনে তৈরী করে ফেলুন এবং আত্মসমালোচনা করে নিজের অতীত অপকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করুন।

৩) আপনার যদি নামাজে গাফিলতা থাকে তাহলে এখন থেকেই ফরজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ব্যাপারে সিরিয়াস হয়ে যান, যেন কোনভাবেই এক ওয়াক্ত নামাজ মিস হয়ে না যায়। একই পলিসি পুরো পরিবারের জন্য চিন্তা করুন। এছাড়া এই মাস থেকে জামাতে নামাজের অভ্যেস গড়ে তুলুন।

Ramadan Planning

৪) পরিবারের সবাই টিভি দেখা কমিয়ে দিয়ে এবং সন্তানদের কম্পিউটার গেইমস খেলা কমিয়ে দিয়ে সকলে মিলে পুরো কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝার প্রজেক্ট হাতে নিন এই এক মাসে। এই মাসে শেষ করতে না পারলে রমজানের পরেও তা নিয়মিত বজায় রাখুন। তেলাওয়াতে সমস্যা থাকলে তাও এই মাসে ঠিক করে নিন।

৫) রমজানের শেষ দশ রাতে শবে ক্বদরের সন্ধান করুন, সম্ভব হলে এতেকাফ করুন। গভীর রাতে উঠে প্রতি রাতেই তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার চেষ্টা করুন।

৬) ইসলামের দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্যে লিষ্ট করে বাংলাদেশের আত্মীয়-স্বজন সবাইকে রমজান ও ঈদের উপহার স্বরূপ একসেট করে বই র‍্যাপিং করে গিফ্‌ট করতে পারেন। যেমনঃ কুরআনের অর্থসহ তাফসীর, রাসূল (সঃ)-এর বিস্তারিত জীবনি, সাহাবাদের জীবনি, শিরক ও বিদ'আত এবং রাসূল (সঃ) এর নামাজ ইত্যাদি বই।

৭) যাকাতের সঠিক হিসেব করে ফেলুন এবং তার সাথে আরো অতিরিক্ত উল্লেখযোগ্য পরিমান অংক যোগ করে গরীব আত্মীয়-স্বজনদের লিষ্ট করে সদাকা করুন। এই মাসে কতজন রোজাদারকে ইফতার করাবেন তার পরিকল্পনা করে ফেলুন। বিশেষ করে মহিলারা ইফতারের কাজে রান্নাঘরে সময় কম কাটাবেন যাতে আপনি এই মাসে রাতে বেশী বেশী ইবাদত করতে পারেন।

From Qur'an:

📖 "এই পথই আমার সরল পথ, সুতরাং ইহারই অনুসরণ করিবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করিবে না, করিলে উহা তোমাদিগকে তাঁহার (আল্লাহর) পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে।" *[সূরা আল আনআম ঃ ১৫৩]*

From Hadith:

📖 "আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মাঝে পার্থক্য হচ্ছে নামাযের। অতএব যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল সে কুফরী করল।" *[আবু দাউদ, আহমদ, তিরমিজি, নাসায়ী]*

ভেতরের পাতায়

নানারকম কুসংস্কার এবং শুভ-অশুভ সংকেত মেনে চলা শিরক	2	ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হালাল ইনকাম	5
মানত মানায় শিরক	2	কার জন্য এই এতো কষ্ট?	6
রাশিচক্রে বিশ্বাস করা এবং তাবিজ-কবজ বাঁধার শিরক.....	3	টরন্টোর একটি মুসলিম পরিবারের ঘটনা	7
আপনার সন্তানের জন্য কিছু সতর্কতা	4	সন্তানদের সামনে অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকুন .	8

আমাদের সমাজে প্রচলিত শিরক

---- Dr. Bilal Philips

নানারকম কুসংস্কার এবং শুভ-অশুভ সংকেত মেনে চলা শিরক

১) শনির দশা অর্থাৎ শনিবার অলক্ষুণে দিন এবং এই দিনে কোন কাজ শুরু না করা।
২) ঘর থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় কেউ হাঁচি দিলে সাথে সাথে ঘর থেকে বের না হওয়া, একটু পরে বের হওয়া।
৩) ঘর থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় পায়ের সাথে হোঁচট খেলে সাথে সাথে তার পর বের না হওয়া, একটু বসে তার পরে বের হওয়া।
৪) ১৩ সংখ্যাকে অশুভ বা unlucky thirteen মনে করা শিরক।
৫) ভর দুপুরে কাকের কা কা ডাক শুনে বিপদ সংকেত মনে করা।
৬) বাইরে যাওয়ার সময় ঝাঁড়ু দেখলে অশুভ মনে করা।
৭) কোন কাজ ঠিক মতো না হলে আজকের দিনটিই কুফা (অশুভ) এই ধরণের মনে করা।
৮) অনেকে নিজেকে নিজে গালি দেয় যেমন 'আমার ভাগ্যটাই খারাপ' বা 'আমার কপালটাই মন্দ'।
৯) বরকতের আশায় ব্যবসার ক্যাশ বাক্সে হলুদের টুকরা এবং কড়ি (এক ধরনের ঝিনুক) রাখা।
১০) বরকতের আশায় দোকান খোলার শুরুতে সোনা-রূপার পানি ছিটানে বা তুলসি পাতার পানি ছিটানো এবং আগর বাতি জ্বালানো।
১১) ব্যবসার শুরুতে প্রথম কাষ্টমারের কাছে বিক্রি করতেই হবে এই ধরণের মনে করা।
১২) বরকতের আশায় ব্যবসার শুরুতে মিলাদ দেয়া অথবা কোন মাজারে যাওয়া।
১৩) কেউ গাড়ি কিনলে বা গাড়ির ব্যবসা শুরু করলে ঐ গাড়িটি পীরের দরবারে নিয়ে যাওয়া অথবা কোন মাজারে নিয়ে যাওয়া।
১৪) এক্সিডেন্ট থেকে রক্ষা পাবার আশায় গাড়ির লুকিং গ্লাসে বিভিন্ন কুরআনের আয়াত ঝুলানো, কাবা ঘরের ছবি ঝুলানো, তসবি ঝুলানো ইত্যাদি। (খৃষ্টানরা যেমন তসবি ও ক্রস ঝুলায়)
১৫) কাল বিড়াল বা এক পা ওয়ালা পশু-পাখি দেখলে অশুভ মনে করা।
১৬) আয়না ভাঙ্গা বা তেল পড়ে গেলে বা লবণ উল্টে পড়া অশুভ সংকেত মনে করা।
১৭) কিছু কিছু মেয়েলোক রাক্ষসগণ (অলক্ষুনে) ইত্যাদিতে বিশ্বাস করা।
১৮) টেরা চোখের মেয়ে লোক লক্ষী বা অলক্ষী এটা মনে করা।
১৯) পাথরে ভাগ্য পরিবর্তন হয়, এই ধরনের বিশ্বাস থাকা।
২০) পাথরে নানা রকম বিপদ কেটে যায়, এই ধরনের বিশ্বাস থাকা।

ইসলাম শুভ-অশুভ এই প্রথাগুলি বাতিল করেছে কারণ এগুলি তাওহীদ আল-আসমা-সিফাত এর ভিত ক্ষয় করে ফেলে। কারণ এই প্রথাগুলিঃ ১) এক মাত্র আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা অর্থাৎ তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্য দিকে পরিচালিত করে। এবং

২) ভাল-মন্দ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করার এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়তি এড়ানোর ক্ষমতা মানুষের অথবা সৃষ্ট জিনিষের উপর অর্পণ করে। সুতরাং তাওহীদের সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শুভ-অশুভ সংকেত বিশ্বাস সুস্পষ্ট শিরক-এর শ্রেণীভুক্ত। সূরা আল-হাদীদ এর ২২ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ *"পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি উহা সংঘটিত করার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে।" "শুভ ও অশুভ আল্লাহর ইখতিয়ারে।" (সূরা নামল ঃ ৪৭)। "একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে।" (সূরা নামল ঃ ৭৯)*

মানত মানায় শিরক

কোনো কিছুর জন্যে কোনো কাজ করার বা কিছু দেয়ার মানত মানার সুযোগ ইসলামে রয়েছে। মানত বলা হয় এরূপ কাজকে যে, কোনো কিছু ঘটবার জন্যে তুমি নিজের ওপর এমন কোনো কাজ করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে-- ওয়াজিব করে নেবে-- যা আসলে তোমার ওপর ওয়াজিব নয়। যেমন বলা হয় ঃ আমি আল্লাহর জন্যে একাজ করার মানত করেছি। কুরআনে এ মানত করার কথা বিভিন্ন আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। সূরা আল-বাকারার ২৭০ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ

"তোমরা যা কিছু খরচ করো বা মানত মানো, আল্লাহ তার সব কিছুই জানেন। আর জালিমদের জন্যে সাহায্যকারী কেউ নেই।"

তাফসীরে মাযহারীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা লিখা হয়েছে এভাবেঃ মানত হচ্ছে এই যে, তোমরা আল্লাহর জন্যে করবে বলে কোনো কাজ নিজের জন্যে বাধ্যতামূলক করে নেবে শর্তাধীন কিংবা বিনা শর্তে। এ আয়াত ও তাফসীরের উদ্ধৃতি স্পষ্ট বলে দেয় যে, মানত হতে হবে কেবল আল্লাহর জন্যে। যে মানত হবে একমাত্র আল্লাহর জন্যে, কুরআনের ঘোষণানুযায়ী কেবল তাই জায়েয; যে মানত খালিসভাবে আল্লাহর জন্যে নয়, তা কুরআনের দৃষ্টিতে কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

মানত সাধারণত দু'প্রকারের হয়। যে মানত আল্লাহর আনুগত্যের কোনো কাজের হবে, তা আল্লাহর জন্যে বটে এবং তা পূরণ করতে হবে। আর যে মানত আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজের মাধ্যমে হবে, তা হবে শয়তানের উদ্দেশ্যে। তা পূরণ করার কোনো দায়িত্ব নেই। কর্তব্যও নয়।

কথায় কথায় মানত করার রোগ দেখা যায় অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে এবং মানত করার ইসলামী পদ্ধতি জানা না থাকার কারণে লোকেরা এক্ষেত্রে নানা প্রকার শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। রাসূলে করীম (সাঃ) একে কিছু মাত্র উৎসাহিত করেননি, এবং তিনি এসবকে সম্পূর্ণ অর্থহীন কাজ বলে ঘোষণা করেছেন।

যদি মানত মানতেই হয়, তবে যেন নামায রোযা, আল্লাহর ঘরের হজ্জ ইত্যাদি ধরণের কোনো কাজের মানত মানা হয়। কেননা তাতে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই বান্দার সামনে আসে না-- আসার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু ধন-মালের যে মানত মানা হয় তাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু বা অন্য কারো প্রতিই মন বেশি ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

----বাকি অংশ ৩য় পাতায়

রাশিচক্রে বিশ্বাস করা শিরক

জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা শুধু হারামই নয় একজন জ্যোতিষবিদের কাছে যাওয়া এবং তার ভবিষ্যদ্বাণী শোনা, জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর বই কেনা অথবা একজনের কোষ্ঠী যাচাইও নিষেধ। যেহেতু জ্যোতিষশাস্ত্র প্রধানত ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যারা এই বিদ্যা চর্চা করে তাদের জ্যোতিষী বা গণক বলে। ফলস্বরূপ, যে তার রাশিচক্র খোঁজে বা গণকের কাছে হাত দেখায় বা ভাগ্য ফেরানোর জন্য পাথর নেয় সে রাসূল (সাঃ) প্রদত্ত বিবৃতির এই রায়ের অধীনে পড়েঃ "যে গণকের কাছে যায় এবং কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে তার চল্লিশ দিন ও রাত্রির নামাজ গ্রহণযোগ্য হবে না।" (সহীহ মুসলিম)

কুরআনীয় তাবিজ-কবজ শিরক

রাসূল (রাঃ) কুরআনের আয়াত নিজের শরীরে রেখেছেন বা অন্যকে রাখার অনুমতি দিয়েছেন বলে হাদীসের কোথাও কোন দলিল নেই। কুরআনীয় তাবিজ-কবজ শরীরে রাখা এবং রাসূল (সাঃ) কর্তৃক বর্ণিত শয়তান এড়ানো এবং বান ও যাদু ভেঙ্গে ফেলার পদ্ধতি পরস্পর বিরোধী। সুন্নাহ হল শয়তান নিকটবর্তী হলে কুরআনের কতিপয় সূরা (ফালাক ও নাস) এবং আয়াত (যথাঃ আয়াতুল-কুরসী, সূরা বাকারা ঃ ২৫৫) পাঠ করা। (সহীহ বুখারী)। কুরআন হতে সৌভাগ্য লাভের একমাত্র নির্দেশিত উপায় হল কুরআন পড়া এবং তা বাস্তবায়ন করা।

তাবিজের মধ্যে কুরআন পুরে শরীরে রাখা, একটি অসুস্থ লোককে একজন ডাক্তার কর্তৃক প্রেসক্রিপশন (ব্যবস্থাপত্র) দেয়ার মত। প্রেসক্রিপশন পড়ে এবং এর থেকে ওষুধ প্রাপ্তির পরিবর্তে, সে এটাকে ভাজ করে একটি তাবিজে ভরে তার গলায় ঝুলায় এই বিশ্বাসে যে, এটা তাকে সুস্থ রাখবে অথবা সেটা পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে সকাল সন্ধায় পানি খায়। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন কুরআন পড়া তাবিজ-কবজ পরে এই বিশ্বাসে যে, এতে ভূতপ্রেত এড়ানো যাবে এবং সৌভাগ্য আসবে ততক্ষণ সে আল্লাহ যা ইতিমধ্যে পূর্বনির্ধারিত করে রেখেছেন তা বাতিল করার জন্য সৃষ্টির কিছু অংশকে ক্ষমতা প্রদান করে। ফলশ্রুতিতে, সে আল্লাহর পরিবর্তে এই তাবিজ-কবজের উপর নির্ভর করে। এটাই হল মন্ত্রপূত তাবিজ-কবজ হতে উদ্ভূত শিরক।

তাবিজ ও কবজ বাঁধার শিরক

আমাদের সমাজের একদিকে সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের মাঝে তাবিজ কবজ বাঁধার এবং এক শ্রেণীর বড় লোকদের মাঝে, বিশেষ করে বিদেশ সফর কালে 'ইমামে জামেন' বাঁধার একটা ব্যাপক রেওয়াজ রয়েছে। এরা মনে করে, এতে করে বিপদ কেটে যাবে কিংবা বিপদ আসতেই পারবে না। কিন্তু কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে এসব ইসলামের তাওহিদী আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং মুসলমানদের মাঝে এটা একটা সম্পূর্ণ বিদ'আত ও শিরকী কাজ।

হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোনো তাবিজ-তুমার ঝুলাবে, আল্লাহ তাকে কোনো ফায়দা দেবেন না। আর যে কোনো কবজ ঝুলাবে, আল্লাহ তার বিপদ দূর করবেন না কখনো (কোন শান্তি পাবে না সে)।" এবং "যে লোক কোনো তাবিজ-কবজ বাঁধবে, সে শিরক করলো।"

পরপর উল্লেখ করা এ হাদীস থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কোনো ক্ষতি– লোকসান বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কিংবা কোনো স্বার্থ-উদ্দেশ্য লাভের আশায় তাবিজ-কবজ বাঁধা সুস্পষ্ট শিরক। সাধারণভাবে লোকেরা মনে করে যে এর মধ্যেতো আল্লাহর কালাম রয়েছে আর এটা বিশেষ হুজুর দিয়েছেন, রোগ-বালাই ভাল না হয়ে যায় কোথায়। নিজের অজান্তে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাবিজের মধ্যে মনে করা হচ্ছে পাওয়ার। আর এটাই শিরক।

সতর্কতা

একটা কথা সব সময় স্মরণ রাখবেন যে মহান আল্লাহ ছাড়া কারো কিছু করার বা দেয়ার ক্ষমতা নেই, সে যতো বড় ওলি বা বুজুর্গই হোক না কেন। আপনার ভাগ্যের পরিবর্তন যেমনঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, প্রোমোশন, সন্তান-সন্ততি, বাড়ি-গাড়ি, রোগ মুক্তি, আয়-উন্নতি, ব্যাংক ব্যাল্যান্স, ফসলের উন্নতি, পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট, স্বামী-স্ত্রীর মিল, বিদেশ গমন, আমেরিকা-ক্যানাডায় কাগজ প্রাপ্তি ইত্যাদি কোন পীর-মুর্শেদ বা কোন মাজার দিতে পারবে না। আর আপনি যদি উপরের কোন কিছু পাওয়ার আশায় কোথাও যান তাহলে সেটা হবে সরাসরি আল্লাহর সাথে শিরক। আপনার যা কিছু চাওয়ার সরাসরি আল্লাহর কাছে চাবেন এবং ইন্‌শাআল্লাহ আল্লাহ আপনাকে দিবেন।

নিজের কথা ভাবি

আমাদের একটা বদঅভ্যাস আমরা নিজের চেয়ে অন্যকে নিয়ে বেশী মাথা ঘামাই। সাধারণত নিজের দিকে না তাকিয়ে শুধু অন্যে কি করল সেটার দিকে বেশী জোর দেই। এবং নিজে সংশোধন না হয়ে অপরকে বেশী বেশী উপদেশ দিতে পছন্দ করি। আর কেউ যদি ভাল মনে করে আমার ভুল ধরিয়ে দেয় তাহলে তার উপর ক্ষেপে যাই। সূরা বাকারার ৪৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ *"তোমরা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করো কিন্তু নিজের জীবন সংশোধনের ব্যাপারে উদাসীন থাকো অথচ তোমরা কুরআন পড়ো। তোমরা কি ভাবো না?"* তিনি আমাদের সতর্ক করে দিয়ে আরো বলেনঃ *"হে ঈমানদারগণ তোমরা কেন এমন কথা বল যা তোমরা নিজেরা করোনা? আল্লাহর নিকট এটা ঘৃনা উদ্রেককারী যে তোমরা বল এমন কথা যা তোমরা করনা।" (সূরা সফ ঃ ২-৩)*

আসুন আমরা নিজেকে নিয়ে প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে এক ঘন্টা আত্মসমালোচনা করি। এতে করে নিজের অনেক ভুল-ভ্রান্তি বের হয়ে আসবে এবং সেই সাথে আসবে নিজের মনে অনুশোচনা ও খুলে যাবে তওবার পথ। আল্লাহ আমাদের সকলকে মাফ করুন।

আমার সন্তানের জন্য কিছু সতর্কতা

সতর্কতা একঃ আমরা জানি আমেরিকা-ক্যানাডার পাবলিক প্লেসগুলোর ওয়াশরুমে মুসলিমদের জন্য উপযুক্ত পানির ব্যবস্থা নেই। আপনি কি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন যে আপনি বা আপনার ছেলে-মেয়েরা ওয়াশরুমের কাজ সারার পর কি করেন? কারণ নামাযের জন্য পূর্বশর্ত কাপড় পাক থাকা এবং শরীর পাক থাকা। তাদেরকে এ ব্যাপারে অবশ্যই অলটারনেটিভ পদ্ধতির ব্যবস্থা দেখাতে হবে। কারণ আমাদেরকে তো ক্যানাডিয়ান বা আমেরিকানদের অনুসরণ/অনুকরণ করলে চলবে না। তাদেরকে বলুন যখনি তারা এধরনের পাবলিক ওয়াশরুমে যাবে তখন যেন অবশ্যই একটা বা দুইটা পানির বোতল সাথে নিয়ে যায়। এবং কাপড় ও শরীরের পবিত্রতার দিকে যেন অবশ্যই খেয়াল রাখে।

সতর্কতা দুইঃ আপনার সন্তান যখন পাবলিক প্লেসে থাকে যেমনঃ স্কুল, কলেজ, ইউনির্ভাসিটি, শপিং মল বা সাবওয়ে ইত্যাদিতে এবং তারা যেন কোনভাবেই ওয়াক্তের নামায মিস না করে। আশে-পাশে যদি কোন মসজিদ না থাকে তাহলে যেন তারা অবশ্যই ওয়াক্তের নামায কোন পরিষ্কার কাগজ বা গার্বেজ ব্যাগ বিছিয়ে পড়ে নেয়। আশাকরি যে কোন দোকান বা কাউন্টারে একটা নতুন গার্বেজ ব্যাগ চাইলেই পাওয়া যাবে।

ইবলিশ (শয়তান) কিন্তু কোন ভাবেই চাইবে না যে আপনার সন্তান সঠিক সময়ে নামায পড়ুক। অনেক সময় আবার অজু না থাকার কারণেও অনেকের সঠিক সময়ে নামায পড়া হয়ে উঠে না। আবার পাবলিক প্লেসে অজু করা গেলেও মানুষের সামনে বেসিনের উপর পা ধোয়া আরেক অভদ্রতা। যাহোক ছেলে-মেয়েদেরকে বলুন সকালে বাসা থেকে বের হওয়ার আগে যেন তারা অজু করে বের হয়। এবং দিনের মধ্যে যদি অজু চলেও যায় তাহলে যেন তারা যে কোন পাবলিক প্লেসে অজু করে নেয় এবং পা পানি দিয়ে না ধুয়ে শুধু মোজার উপরে মাসেহ করে নেয়।

সতর্কতা তিনঃ কাপড়-চোপড় যেন সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া শরীর থেকে যেন কোন প্রকার র্দুগন্ধ বের না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে এবং এজন্য নিয়মিত ডিওডেরান্ট অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত। সাথে সবসময় একটা আতর বা বডি স্প্রে রাখা ভাল। কারণ এই ছোট-খাট বিষয়গুলোও একজন মুসলিমের চারিত্রিক পরিচয় বহন করে। আপনার সন্তানদেরকে বলুন বাসায় ঢুকে কাপড়-চোপড় চেইঞ্জ করে সুন্দর করে ক্লজেটে সাজিয়ে রাখতে।

সতর্কতা চারঃ অনেক সময় দেখা যায় আমরা নামাজীরা মসজিদে ঢুকার আগে জুতাগুলো ঠিক মতো রাখি না। বিশেষ করে মসজিদ ছাড়াও বিভিন্ন অডিটরিয়ামে বা হলে বা কমন রুমে বা ওয়ার্কপ্লেসে বা কোন নন-মুসলিম এরিয়াতে জামাতে নামাজের ব্যবস্থা হলে দেখা যায় জুতার একটা বিশৃঙখলা আর এতে নন-মুসলিমরা আমাদের দেখে নিচু ধারণা পোষণ করে থাকে। আবার অনেক মুসল্লিরই দেখা যায় জুতা-মোজা দিয়ে দুর্গন্ধ বের হয়, সেদিকে আমাদের খুব সচেতন থাকা প্রয়োজন। তাই প্রতিদিনের মোজা প্রতিদিন ধুয়ে ফেলা উচিত।

সতর্কতা পাঁচঃ এ যুগের ছেলে-মেয়েরা প্রচুর সময় নষ্ট করে থাকে কম্পিউটার গেইম খেলে। বাবা-মায়েরা দেখা যায় এ বিষয়ে খুব একটা দৃষ্টি দেন না। আপনি কি কখনো হিসেব করে দেখেছেন যে সে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কত ঘন্টা সময় ব্যয় করছে শিক্ষার কাজে আর কত ঘন্টা সময় ব্যয় করছে কম্পিউটার গেইমস খেলে? গেইমস অবশ্যই খেলবে কিন্তু তার একটা লিমিট থাকা প্রয়োজন। তাই কম্পিউটার গেইমস খেলার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে রুটিন করে দিন। আরো একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে তারা যখন একাকী ইন্টারনেট ব্রাউজ করে থাকে তখন কোন পর্নোগ্রাফী দেখার সুযোগ যেন না পায়। ইন্টারনেট কোম্পানীর টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলে আপনি আপনার কম্পিউটারে "এডাল্ট সাইট" প্রোটেক্ট করে রাখতে পারেন। একই কাজ আপনি আপনার টিভি চ্যানেলগুলোতেই করতে পারেন।

FATHER'S DAY – MOTHER'S DAY

আপনার সন্তান ছোট থাকতেই সতর্ক হোন। তারা যেন Father's Day এবং Mother's Day -তে অভ্যস্ত হয়ে না যায়, এই কালচার যেন তাদের রক্তে প্রবাহিত হতে না পারে। আমরা জানি এই দেশীয় ছেলে-মেয়েরা ১৮ বছর হলেই বাবা-মাকে ছেড়ে চলে যায় এবং তার পরবর্তী জীবনে একাকীই বড় হতে থাকে। একসময় বাবা-মার প্রতি তাদের আর টান থাকে না এবং তারা আর বাবা-মায়ের কোন দায়িত্বও পালন করে না, বাকী জীবনটা তারা একাকীই কাটিয়ে দেয়। দায়িত্ব পালন করাতো দূরের কথা অনেক সময় বাবা-মা জানেই না ছেলে-মেয়েরা কোন দেশে বা কোন শহরে থাকে! তাই এদেশের সমাজ দুটি দিন নির্দিষ্ট করে নিয়েছে বাবা-মাকে স্মরণ করার জন্যে। একদিন বাবার জন্যে এবং অন্য আর একটি দিন মায়ের জন্যে। বছরের এই দিনটি আসলে ছেলে-মেয়েরা বাবা-মাকে স্মরণ করে গ্রিটিংস কার্ড পাঠায়, গিফ্‌ট পাঠায়, ফুল পাঠায়, ক্যান্ডি পাঠায়। তারপর আবার একবছর কোন খোঁজ খবর রাখে না।

কিন্তু ইসলাম তার উল্টো। বাবা-মা'র সমস্ত দায়-দায়িত্ব তাদের সন্তানদের উপর। সন্তানরা যদি এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামে Father's Day এবং Mother's Day প্রতিদিনই অর্থাৎ বছরের ৩৬৫ দিনই।

ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হালাল ইনকাম

ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হচ্ছে হালাল রুজী। হালাল ইনকাম সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশী জানি কিন্তু খুব সুক্ষভাবে কুরআন-হাদীসের আলোকে কখনো ভেবে দেখিনি। নামাজ রোজার মতো এটিও যে একটা ফরজ ইবাদত তা আমরা সতর্কতার অভাবে ভুলে বসে আছি। আমাদের প্রায় সকলেরই অভিযোগ যে বাংলাদেশে মানুষ অসৎ, ঘুষ খায়, চুরি করে ইত্যাদি। কিন্তু এই নর্থ আমেরিকায় আপনি কি কখনো কুরআন হাদিসের আলোকে আপনার আয়-রোজগার নিয়ে চিন্তা করে দেখেছেন?

এখানে ক্যানাডা-আমেরিকার প্রেক্ষাপটে রুজি-রোজগারের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের ব্যাপারে মুসলিম কমিউনিটিকে সতর্ক করা হয়েছে মাত্র। সকলের নিকট বিশেষ অনুরোধ, প্রিয় পাঠকবৃন্দ এই বিষয়গুলিকে কোন তর্কের বিষয় বানাবেন না। আজ আমরা যদি আপনাকে সতর্ক না করি তাহলে এই আপনিই একদিন আখেরাতের ময়দানে আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবেন এই বলে যে "কই আমাকে তো উনারা সতর্ক করেননি !" পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ১৪০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া সত্যকে গোপন রাখে।" তাই একে অপরকে সতর্ক করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

আমরা জানি প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য হালাল রুজির সন্ধান করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা হালাল সম্পদ বা খাদ্যই হলো ইবাদত কবুলের শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম শর্ত। হালাল উপায়ে অর্জিত ও শরীয়ত অনুমোদিত অর্থ-সম্পদ বা খাদ্য গ্রহণ ছাড়া আল্লাহর দরবারে কোন ইবাদতই কবুল হয় না।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত রিযিক পূর্ণ মাত্রায় লাভ না করা পর্যন্ত কোন লোকই মারা যাবে না। সাবধান! আল্লাহকে ভয় কর এবং বৈধ পন্থায় আয় উপার্জনের চেষ্টা কর। রিযিকপ্রাপ্তিতে বিলম্ব যেন তোমাদেরকে অবৈধ পন্থা অবলম্বনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহর কাছে যা কিছু রয়েছে তা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়। (ইবনে মাজাহ)

উচ্চ শিক্ষিত লোকের অসৎ চিন্তা-ভাবনা

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে একটি ঘটনা তুলে ধরছি। স্বামী-স্ত্রী ক্যানাডা এসেছেন ল্যান্ডেট ইমিগ্র্যান্ট হয়ে। দুজনেই হাইলি কোয়ালিফাইড, স্ত্রী সিভিল ইঞ্জিনিয়র এবং বিসিএস ক্যাডার। সাধারণত যা হয় কিছুদিন পর দুজনই ক্রেডিট কার্ড পেয়েছেন, ব্যাংক থেকে লাইন অব ক্রেডিট পেয়েছেন ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুজনই ক্রেডিট কার্ড এবং লাইন অব ক্রেডিট থেকে সব ডলার তুলে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য এই ডলার আর ফেরত দিবেন না এবং বুক ফুলিয়ে আরো বলেন যে, এরা কাফের এদের টাকা মারলে ইসলামের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই। এবং পরবর্তিতে ব্রোকার ধরে আরো লোন করানোর চেষ্টা করছেন। আমেরিকা-ক্যানাডায় এই ধরণের ঘটনা অহরহ ঘটছে আপনার পরিচিতজনদের মধ্যেই।

ইনকাম ট্যাক্স সরকারের হক

মনে রাখবেন আপনার ইনকাম এর মধ্যে সরকারের হক রয়েছে, অর্থাৎ ইনকাম ট্যাক্স। জনগণ থেকে ট্যাক্স নিয়েই সরকার আমাদেরকে নানারকম নাগরিক সুবিধা দিয়ে থাকে। যেমনঃ চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান, রোড-ঘাট, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, পার্ক, নিরাপত্তা, শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্নো-পরিস্কার, ফুড ব্যাংক, ওয়েল-ফেয়ার, আর্মি, পুলিশ, ইলেকশন ইত্যাদি। তাই কারো হক নষ্ট করা ঈমান বর্হিভুত কাজ অর্থাৎ একজন মুসলিম হয়ে আপনি কারো হক নষ্ট করতে পারেন না। আর বান্দার হক আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না।

পরকালের জীবনকে যারা সত্যই বিশ্বাস করেন তাদেরকে অবশ্যই বান্দাহর হকগুলি আদায় করতে হবে আর বান্দাহর হকের মধ্যে ৫ম নাম্বারটি হলো সরকারের হক। কারণ আল্লাহর হক বহুক্ষেত্রে আল্লাহ মাফ করবেন কিন্তু বান্দার হক বান্দা মাফ না করলে আল্লাহ মাফ করবেন না।

পরকালে আল্লাহ মাফ করবেন এই নিয়তে যারা পরের হক নষ্ট করবেন তারা খুবই ভুল করবেন। নিজেকে নিজেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবেন। মনে রাখতে হবে সেখানে সব কিছুই মানুষের সাধ্যের বাইরে হবে এবং যিনি মনের খবর রাখেন তিনি অবস্থা মুতাবেক বিবেচনা করবেন। কিন্তু মনের মধ্যে ফাঁকিবাজি থাকলে আল্লাহর দয়া পাওয়া যাবে এমন কোন ওয়াদা আল্লাহর নেই। তাই আর কোন অপরাধে নয় শুধুমাত্র অন্যের হক নষ্ট করার কারণেই বহু লোককে জাহান্নামে যেতে হবে।

আসুন ক্যাশ ইনকামকে হালাল করি

ক্যাশ ইনকাম বা Under the Table এই কথাটা কানাডা বা আমেরিকায় খুব প্রচলিত। বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী, মুসলিম-অমুসলিম সকলেই এর সাথে কম বেশী পরিচিত। কিন্তু আমরা কেউ কি কখনও এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি ? যারা ক্যাশ ইনকাম করেন, আপনার আয়কে যদি পরিপূর্ণ হালাল করতে চান তাহলে প্রতিবছর ট্যাক্স ফাইলের সময় তা declare করুন এবং সরকারের অংশ সরকারকে দিয়ে দিন। ক্যাশ ইনকাম কোন দোষের নয় কিন্তু নিজেকে অনেক বড় পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দেয়া। যা হোক এক্ষেত্রে আপনাকে বছর শেষে gross ইনকাম ১০০% হিসাব করে ট্যাক্স ফাইলের সময় তা show করতে হবে।

OPEN SECRET !!!

অতিব দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে এই সিনারিওগুলো আমরা সবাই জানি এবং একে অপরের সাথে নির্দিধায় আলাপ আলোচনা করি। এই কাজগুলো যে ঘোরতর অন্যায় তা আমলেই আনি না বরং মনে হয় একে অপরকে উৎসাহ প্রদান করি। টরন্টোতে বসবাসরত একজন ভদ্র মহিলার বক্তব্যঃ

"আমার হাসবেন্ড ভাল চাকুরী করেন একটা ক্যানাডিয়ান কম্পানিতে, আমিও চাকুরী করতাম টিম-হরটনে। কিন্তু দুজনে চাকুরী করার কারনে সরকার অনেক ট্যাক্স কেটে নেয় তাই আমি টিম-হরটনের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে একটা ইন্ডিয়ান দোকানে চাকুরী নিয়েছি ক্যাশে। এখন আমাকে ট্যাক্স দিতে হয় না এতে আমাদের অনেক টাকা বেচে যায় এবং আমরা এখন বেশ হ্যাপী।"

দেখুন এই ভদ্র মহিলা কতো সুন্দর করে একটা অন্যায় কাজকে সবার নিকট ব্যক্ত করছেন। ভাবটা এমন যে তিনি ট্যাক্স ফাঁকী দিচ্ছেন সেটা যেন কোন অন্যায়ই না এবং এই দেশে এমনই করতে হয় বরং সরকারই ট্যাক্স কেটে নিয়ে আমাদের উপর জুলুম করছে। আর একটা মজার ঘটনা বলি, আমার পরিচিত এক ফ্যামিলি বাংলাদেশ থেকে নতুন কানাডা এসেছেন ইমিগ্র্যান্ট হয়ে এবং বিভিন্ন জায়গায় চাকুরীর জন্য চেষ্টাও করছেন। কিছুদিন পর ভাই আমাকে বলেন "শুনেছি চেক এর চাইতে নাকি ক্যাশে কাজ করা ভাল, এতে টাকা অনেক বেঁচে যায়!" দেখুন এই ভদ্রলোক বাংলাদেশ থেকেই জেনে এসেছেন দুই নাম্বারীর পথ, অর্থাৎ এই চুরির পথটা আমাদের নিকট এতোই স্বাভাবিক। আমরা সবাই জানি অনেক ব্যবসায়ীরা আবার বেশী মুজরী দিয়ে একান্ট্যান্ট নিয়োগ করে থাকেন যাতে ঐ একাউন্ট্যান্ট বিভিন্ন ফাঁক-ফোকর দিয়ে দুনাম্বারী করে সরকারের ট্যাক্স ফাঁকী দিয়ে বছর শেষে ট্যাক্স ফাইল করে একটা বড় ধরণের অংক বাঁচিয়ে দিতে পারেন।

কার জন্য এই এতো কষ্ট?

আপনি কার জন্য এই এতো কষ্ট করছেন? কার জন্য এই গাড়ি, বাড়ি, ব্যাংক ব্যলেন্স করছেন? মনে রাখবেন যাদের জন্য আপনি আজ এই অবৈধ উপায়ের আশ্রয় নিচ্ছেন তারাই একদিন আখেরাতের ময়দানে আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে এবং বলবে আমরা তো উনাকে এভাবে আয় করতে বলিনি। সূরা মুনাফিকুন এর ৯ নং আয়াতে মহান আল্লাহ আমাদের সতর্ক করে বলেনঃ "মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়।" তিনি আরো বলেনঃ "কোন বোঝা বহনকারী অন্য কোন লোকের বোঝা বহন করবে না। মানুষের জন্য তাই যার জন্য সে চেষ্টা করেছে। তার চেষ্টা প্রচেষ্টা খুব শীঘ্রই দেখা যাবে।" (সূরা নাজম ঃ ৩৮-৪০)

খুব গভীরভাবে চিন্তা করি

জীবন চলার প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কী নির্দেশ তা সামনে রেখে আমরা প্রতিটি step ফেলব ইনশাআল্লাহ। ইসলাম হচ্ছে Mathmetics এর মতো পরিষ্কার, Mathmetics এ যেমন 10+10 = 20 হয় বা $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ হয় তেমনি ইসলামেও গোজামিল দেয়ার কোন কিছু নেই। জীবন পরিচালনার জন্য যা যা প্রয়োজন তা সরাসরি কুরআন ও সহীহ হাদীসে রয়েছে আর যা প্রয়োজন নাই তা সেখানে নাই। এমনকি কোন কাজ যতোই পূণ্যের বা সওয়াবের কাজ বলে মনে হোক না কেন যদি তা কুরআন ও সুন্নাহয় না থাকে আর সেই কাজ যতো বড় বুজুর্গর দ্বারাই সংগঠিত হোক না কেন তা ইসলামের অংশ নয়, এই বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান থাকতে হবে।

"আজকার দিনে তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্যকভাবে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম-- মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়েদা ঃ ৩)

এ আয়াত থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন-ইসলাম পরিপূর্ণ। তাতে নেই কোন কিছুর অভাব। অতএব তা মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সকল দ্বীনি প্রয়োজন পূরণে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম। এই দ্বীনে ঈমানদারদের দিক নির্দেশনা বা গাইডেন্সের জন্য এই দ্বীন ছাড়া অন্য কোন দিকে তাকাবার প্রয়োজন অতীতেও হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবেনা। এতে মানুষের সব মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা যেমন রয়েছে তেমনি এতে নেই কোন অপ্রয়োজনীয় বা বাহুল্য জিনিস। ফলে দ্বীন থেকে যেমন কোন কিছু বাদ দেয়া যাবেনা তেমনি এর সাথে কোন কিছু যোগ করাও যাবেনা। এ দুটোই দ্বীনের পরিপূর্ণতার বিপরীত এবং সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াতে দেয়া আল্লাহর ঘোষণার পরিপন্থি। ইসলামী ইবাদতের ক্ষেত্রে সওয়াবের কাজ বলে এমন সব অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করা, যা নবী করিম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের জামানায় চালু হয়নি, তা যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন তা স্পষ্ট বিদ'আত।

তাই, আমরা যদি নিজেকে মুসলিম হিসাবে পরিচয় দেই তাহলে আল্লাহ তায়ালার সমস্ত নির্দেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে, এখান থেকে বাদ দেয়ার কিছু নেই বা নিজের মনগড়া কোন ইবাদত-বন্দিগী করারও কিছু নেই। জীবনের প্রতিটি কাজে বাস্তবে কে কত বেশী আল্লাহকে ভালবাসে এবং অল্লাহকে ভয় পায় সেটাই মূল কথা। আর এটাই হচ্ছে তাকওয়া, যার তাকওয়া যতো উন্নতমানের তার প্রতিটি কাজের কোয়ালিটিও ততো উন্নতমানের।

টরন্টোর একটি মুসলিম পরিবারের ঘটনা

উচ্চ শিক্ষিত, আর্থিক ভাবে অতি সচ্ছল, বাড়িগাড়ির মালিক এই পরিবার। দু'টি সন্তান, দুটিই ছেলে -বয়স ১৪ বছর এবং ৫ বছর। সেই পরিবারটি আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে, সদাসর্বদা যোগাযোগ রাখে। সেই পরিবারের মহিলা একদিন ফোন করে আমার কাছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালো যে সে তাদের ১৪ বছর বয়সের ছেলেটাকে খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করে, রেগে গিয়ে চেচাঁমেচি করে, ওর দিকে এটা-সেটা ছুড়ে মারে, এমন কি চড়-থাপ্পরও মারে। এর কোন বিহিত করা যায় কি?

সেই ছেলের বাবাকে একদিন আমার বাসায় ডেকে এনে অভিযোগগুলো শুনিয়ে জানতে চাইলাম অভিযোগগুলো সত্য কিনা। বললঃ সত্য। এবার জানতে চাইলাম কেন সে ছেলেটার সংগে এমন দুর্ব্যবহার করে যাচ্ছে। জবাবে সে জানালো যে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ছেলেটাকে নামাজ পড়তে রাজী করানো যাচ্ছে না, কুরআন শরীফ এবং অন্যান্য ইসলামী বইপত্র কিনে দেয়া হয়েছে কিন্তু সে সেগুলো পড়তে নারাজ, একজন মুসলিম যুবকের মত চালচলন আচার ব্যবহার রপ্ত করতে উপদেশ দিচ্ছি কিন্তু আমার কোন কথাতেই সে কান দিচ্ছেনা, বরং গোঁয়ার ও বেআদবের মত ব্যবহার করে চলেছে। তাই আমি ওর সংগে এমন দুর্ব্যবহার করি, এবং যতদিন সে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলবে ততদিন আমি ওর সংগে দুর্ব্যবহার চালিয়ে যাব।
ওর কথা শেষ হলে আমি বললামঃ এই দেশটা একটা পাঁচমিশালী কালচারের দেশ, ব্যক্তিস্বাধীনতার দেশ, ধর্মীয় জীবনের কোনই গুরুত্ব নেই এদেশে, নিজস্ব ধর্মীয় পরিমন্ডল ছাড়া। ওর চতুর্দিকে একটা বৈরী পরিবেশ সর্বক্ষণ কাজ করছে এবং এরই মাঝে সে দিনদিন বেড়ে উঠছে। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ পরিবেশেরই সৃষ্ট জীব। এসব কথাতো তোমার অজানা নয়।

এখন বল, তুমি কি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়?
- না।
সুযোগ থাকলে কখনো কি তোমার ছেলেদের নিয়ে মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে যাও?
- না।
ঈদের নামাজে?
- না।
তুমি নিয়মিত কুরআন পড় কি?
- না।
তুমি কোনদিন ইসলামী বিষয় নিয়ে তোমার স্ত্রী এবং ছেলেদের সাথে আলোচনা কর কি?
- না।
তুমি রমজান মাসে রোজা রাখ কি?
- না।
তোমার স্ত্রী নামাজ পড়ে কি? রোজা রাখে কি?
- না।
প্রশ্নোত্তর শেষ হলে তাকে বললামঃ এতক্ষণ ধরে সবই তো বললে "না"। এবার তুমিই বল তোমার বাসায় যেখানে কোন ইসলামী পরিবেশই তুমি সৃষ্টি করতে পারনি, এমন কি তুমি নিজেও নামাজ -রোজা করনা সেখানে এই ছেলেটাকে মারপিট করলেই কি সে একজন মুসলিম হয়ে নামাজ-রোজা-কুরআন পাঠ ইত্যাদি শুরু করে দেবে? ওর সামনে ইসলামী জীবনে আকৃষ্ট বা আগ্রহী হওয়ার মত দৃষ্টান্ত বা Role model কোথায়? শক্তি প্রয়োগ করে একাজ হবে না কখনো।

তাছাড়া সন্তানের গায়ে হাত তোলা এদেশে একটা দন্ডনীয় অপরাধ, ছেলেটা যদি 911 কল করে বসে, পুলিশ তোমাকে নিয়ে জেলে ঢোকাবে, অথবা ছেলেটার custody ওরা নিয়ে নেবে। এসব কখনো ভেবে দেখেছ কি? অথবা ধর ছেলেটা যদি রাগ করে তোমাকে একটা ঘুষি মারে, অথবা একটা চড় মারে, তখন কেমন হবে?
বললঃ ভেবে দেখিনি কোনদিন।

আমি তারপর বললামঃ ওকে মারপিট, ধমকাধমকি ছাড়। শুরুতে তুমি নিজে একজন মুসলিম হও, আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন কর নিজের ঘরে, নিজের স্ত্রী ও সন্তানের সামনে। ছেলেটা দেখুক যে ওর বাবা পাঁচ ওয়াক্ত নাজাজ পড়ে, কুরআন পাঠ করে, রমজানে রোজা রাখে, ইসলামী বইপত্র পড়ে, ইসলামী DVD দেখে, ঘরে ইসলাম ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে, বাবা তাকে আদর করে তখন দেখবে গালিগালাজ বা মারপিট কোনটাই লাগবে না, তোমাকে অনুসরণ করেই সে সানন্দে ইসলামকে গ্রহণ করেছে, ইসলামী জীবনে অভ্যস্থ হচ্ছে, ইসলামী আদব-কায়দা শিখছে। এবং বড় ভাইকে অনুসরণ-অনুকরণ করে তোমাদের ছোট ছেলেটাও কোন বড় ধরনের চেষ্টা ছাড়াই ইসলামকে আঁকড়ে ধরবে। তখন তোমার স্ত্রীও আর পিছিয়ে থাকবেনা, সেও তোমাদের কাতারে এসে স্বেচ্ছায় শামিল হবে। একটা শান্তিপূর্ণ সংসার এমনি করেই গড়ে উঠবে।

Give it a try. Be a Muslim first. Let Islam enter your home through you first and gradually embrace you all with peace. And good luck.

আমার কথা শেষ হলে সে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বার বার Thank you জানিয়ে বিদায় নিল।

---- ***Sayedul Hossain, Toronto***

সন্তানদের সামনে অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকি

একটি ক্ষতিকর স্বভাব হলো সন্তানদের সামনে অন্যায় কাজ করা ও তা নিয়ে আলোচনা করা। এতে কচি ছেলেমেয়েদের কোমল মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে। ফলে তারা এ ধরনের মনমানসিকতা নিয়ে বড় হয়। পরবর্তীতে পিতামাতারা অবাক হয়ে দেখেন কিভাবে তাদের সন্তানরা অন্যায় কাজ করছে। প্রকৃত কথা হলো সন্তানগণ শুরুতে এ অন্যায়গুলি শিখেছে তাদের পিতামাতার কাছ থেকে। যেমনঃ পিতা-মাতা অবৈধ ইনকাম করে থাকেন, সরকারকে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে থাকেন, মিথ্যা কথা বলে থাকেন, সবসময় অন্যের সমালোচনা বা গীবত করে থাকেন, গালা-গালি করে থাকেন, স্বামী-স্ত্রী প্রায়ই ঝগড়া-ঝাঁটি করে থাকেন, টিভিতে আপত্তিকর মুভি বা অনুষ্ঠান দেখে থাকেন ইত্যাদি। তার মানে এই নয় যে এই কাজগুলো সন্তানদের সামনে নয় পিছনে করা যাবে! অন্যায় সবসময়ই অন্যায় তা পিছনে বা সামনে কখনোই করা যাবে না।

কোন বিপদে পড়লে কী করবো?

কোন বিপদে পড়লে আমরা কি কি উপায়ে সাধারণত মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে পারি। যেমনঃ

১. গভীর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে কান্না-কাটি করা যেতে পারে।
২. যা যা চাওয়ার তা দীর্ঘ সিজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া যেতে পারে।
৩. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে আদায় করে প্রতি ওয়াক্তে সমস্যার কথা মহান আল্লাহর দরবারে বলা যেতে পারে।
৪. নামাজের মধ্যে দুই সিজদার মাঝে, রুকুর পরে এবং শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর আগে আল্লাহর কাছে দোয়া করা যেতে পারে।
৫. জুম্মার নামাজে দুই খুতবার মাঝে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। অর্থ ও ব্যখ্যাসহ কুরআন বুঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।
৬. নফল রোজা রাখা যেতে পারে এবং ইফতারের আগ মূহুর্তে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।
৭. দান-সদাকার পরিমান আরো অনেক বাড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। অন্যের হকগুলো ঠিক মতো পুরণ করতে হবে।
৮. বেশী বেশী দাওয়াতী কাজ করা যেতে পারে অর্থাৎ পরিচিত-অপরিচিত, মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া যেতে পারে।
৯. বেশী বেশী মসজিদের সাথে সম্পর্ক রেখে এবং বেশী বেশী মসজিদে সময় কাটানো যেতে পারে।
১০. কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। আবার কারো সাথে বিরোধ থাকলে তা মিটিয়ে ফেলা।
১১. নিজের ভুলের জন্য সরাসরি মহান আল্লার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে অর্থাৎ তওবা করতে হবে এবং সেই ভুল দ্বিতীয়বার আর না করা।
১২. আল্লাহর সমস্ত ফরজ হুকুমগুলো ঠিকমতো নিয়মিত পালন হচ্ছে কিনা সেদিকে খেয়াল দিতে হবে এবং এই ব্যাপারে সিরিয়াস হতে হবে।

✂ When you buy any food please check for the following Haraam Ingredients. You can make a copy of this list and distribute it to your family members.
Reference: www.eat-halal.com

Haram Food Ingredients

Collagen (Pork)	Haraam
Diglyceride (animal)	Haraam
Enzyme (animal)	Haraam
Fatty acid (animal)	Haraam
Gelatin (animal)	Haraam
Glyceride (animal)	Haraam
Glycerol/glycerin (animal)	Haraam
Hormones (animal)	Haraam
Hydrolyzed animal protein	Haraam
Lard (Pig fat)	Haraam
Lecithin (if soya then Halaal)	Haraam
Monoglycerides (animal)	Haraam
Pepsin (animal)**	Haraam
Phospholipid (animal)	Haraam
Renin Rennet**	Investigate
Shortening (animal)*	Haraam
Whey**	Investigate

*Animal fat shortening can be from beef tallow or lard. If it is from lard, then it is Haraam. If it is from beef tallow, then the animal has to have been slaughtered Islamically, otherwise it is Haraam.

**Rennet/Pepsin: Rennet is a milk coagulant that is the concentrated extract of renin enzyme obtained from calves stomachs. Note: At the time of purchase, if you are unable to verify the fact, you can call the concerned company. The company's name and number are generally mentioned on the product. If not see the telephone directory.

সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ e-mail **এ জানালে আগামী সংখ্যায় তা প্রতিফলিত হবে, ইন্‌শাআল্লাহ।**

Please Donate

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, আস্‌সালামুআলাইকুম।

আশা করি "দি মেসেজ" এর প্রতিটি সংখ্যা এই প্রবাস জীবনে আপনার-আমার একটি সুখী ও সুন্দর পারিবারিক জীবন গঠন করতে সাহায্য করবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

"দি মেসেজ" ছাপানোর কাজে আপনাদের সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

For your feedback please contact...

Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman
Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
Published by: Institute of Social Engineering (ISE), Canada
Phone: 647-280-9835, Email: themessagecanada@gmail.com, www.themessagecanada.com